বণিক বার্তা

14 OCT 2025

ভুটানের রাষ্ট্রদূতের প্রত্যাশা

বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ রফতানিতে সড়ক ব্যবহার করতে দেবে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ রফতানির ক্ষেত্রে ভারত তার সড়ক ব্যবহার করতে দেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভুটানের রাষ্ট্রদূত দাশো কারমা হামু দর্জি।

বাংলাদেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করতে আগ্রহী ভুটান জানিয়ে তিনি বলেন, 'ভুটানের সঙ্গে ২০২৩ সালের ট্রানজিট চুক্তি অনুযায়ী একটি ট্রায়াল রান পরিচালিত হচ্ছে। এরই মধ্যে সেপ্টেম্বরে একটি কনটেইনার চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে। এটি ট্রানজিট অনুযায়ী সড়কপথে ভুটান যাবে।'

রাজধানীর ইস্কাটনে গতকাল বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত কান্ট্রি লেকচারে এ কথা বলেন ভুটানের রাষ্ট্রদূত হামু দর্জি। 'বাংলাদেশ-ভুটান সম্পর্ক : পারস্পরিক সমৃদ্ধির পথে বন্ধুত্বের নতুন দিগন্ত' শীর্ষক এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ইফতেখার আনিস। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব মাশফি বিনতে শামস। সঞ্চালনায় ছিলেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান।

অনুষ্ঠানে ভুটানের রাষ্ট্রদূত বলেন, 'ভুটান থেকে আরেকটি ট্রায়াল রান পরিচালিত হবে—যেটি বাংলাদেশে ট্রানজিট হয়ে তৃতীয় কোনো দেশে যাবে। এ পরীক্ষামূলক কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রসবর্ডার ট্রানজিটে যেকোনো অপারেশনাল চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।'

পরিবেশ, জলবিদ্যুৎ সহযোগিতা, পর্যটন ও শিক্ষার মতো অভিন্ন অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলোর ওপর জোর দিয়ে হামু দর্জি বলেন, 'ভুটান পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও আঞ্চলিক সম্প্রীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে ভবিষ্যৎমুখী সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

তিনি বলেন, 'সম্প্রতি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সাইডলাইনে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক হয়েছে। এ সময় দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর নিয়ে আলাপ হয়েছে।'

রাষ্ট্রদূত বলেন, 'ভুটানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। সেখান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করলে বাংলাদেশ ও ভুটান উভয় দেশই পারস্পরিকভাবে লাভবান হতে পারে।'

তিনি আরো জানান, বাংলাদেশের সঙ্গে ভুটানের পর্যটন খাতে সহযোগিতা চুক্তি হয়েছে ২০১৯ সালে। এ দেশ থেকে ভুটানে পর্যটকদের উপস্থিতি বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেড় হাজার বাংলাদেশী পর্যটক ভুটান ভ্রমণ করেছেন। দেশটি বাংলাদেশীদের অন অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধা দিচ্ছে। একই সঙ্গে ভুটান বিশ্বের দুটি দেশের জন্য পর্যটনে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ফি কমিয়ে দিয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। ভুটানের পর্যটকরা প্রতি বছর ভারত, নেপাল ও শ্রীলংকা ভ্রমণ করে থাকে। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোও সে দেশের পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে। ভুটানের বহু শিক্ষার্থী এ দেশে পড়াশোনা করছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলোয় বর্তমানে প্রায় ২৩০ জন ভুটানি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে মাশফি বিনতে শাম বাংলাদেশ-ভুটান সম্পর্কের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেন। একই সঙ্গে বাণিজ্য, সংযোগ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহযোগিতার ক্ষেত্রে উদীয়মান সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরেন। তার মতে, এ সহযোগিতা এ অঞ্চলে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে।

এ সময় ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'সম্প্রতি স্বাক্ষরিত সীমান্ত পেরিয়ে চুক্তিগুলো বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা তৈরি করেছে। দেশটি থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির সম্ভাবনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে কার্বন মুক্ত বাণিজ্যে জোর দেয়া হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় পণ্যকে প্রতিযোগিতামূলক করতে, বিশেষত ভুটানের দিক থেকে পরিবহন খরচ কমানো অত্যন্ত জরুরি। এজন্য বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহার করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।'

ভুটানকে গভীর সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুবিধা দেয়া হবে জানিয়ে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'বাংলাদেশ মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করছে, যা ভুটানের জন্য খুবই সহায়ক হবে। এ বন্দর ব্যবহার করে তৃতীয় দেশের সঙ্গে সহজে আমদানি-রফতানি করতে পারবে। এটি অত্যন্ত উৎসাহজনক যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুটানও বাংলাদেশের মতোই একই ধরনের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে।'

তিনি আরো বলেন, 'ক্ষুদ্র দেশগুলোও তাদের নিজেদের সক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, যদি তারা একসঙ্গে থাকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পৃথিবী যখন একটি অশান্ত সময় পার করছে, তখন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সুবিধা নিয়ে আঞ্চলিক ও বহুপক্ষীয় আলোচনা মঞ্চেও নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করা সম্ভব।'

মেজর জেনারেল ইফতেখার আনিস বলেন, '১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দেশ ভুটান। দুই দেশের এই দীর্ঘ বন্ধুত্ব আরো সুদৃঢ় করতে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নমূলক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে।'

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, কূটনৈতিক মিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, গবেষক, শিক্ষাবিদ, থিংকট্যাংক প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তারা অংশ নেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star

14 OCT 2025

Grant bond licence to seafood exporters

Mida proposes

STAR BUSINESS REPORT

Completely export-oriented seafood processors should be allowed to avail bond licence facilities, which enable duty-free raw material imports, to unlock the full potential of Bangladesh's blue economy, the Maheshkhali Integrated Development Authority (Mida) has proposed.

The proposal came during a high-level stakeholder consultation convened by Mida at Biniyog Bhaban in the city's Agargaon area yesterday, reads a press statement.

Senior officials from key government agencies attended the event to formulate an integrated action plan for the development of deep-sea fishing, mariculture, seafood processing, aquaculture, and marine fisheries research, it added.

Chaired by Mida Executive Chairman Ashik Chowdhury, the meeting identified urgent regulatory and infrastructural interventions to attract investment and facilitate sustainable growth across blue economy value chains.

"This sector is now receiving due importance as a national priority. Following consultations with the chief adviser, we have added deep-sea fishing as the fourth pillar of Maheshkhali's development, alongside industrialisation, energy hub expansion, and the deep-sea port," Chowdhury said.

He noted that while Mida would coordinate and catalyse progress,

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

Skills for SMEs to diversify exports

MAMUNUR RAHMAN

Bangladesh's economic success over the past two decades is remarkable, yet its foundation remains precariously narrow. The story of growth is largely the story of the ready-made garment (RMG) sector, which contributes over 80 percent of total merchandise exports. As the nation approaches its LDC graduation in 2026 and prepares to lose crucial preferential trade access, this concentration poses a serious threat. The key to building a resilient, diversified export economy lies in unlocking the potential of small and medium enterprises (SMEs), which form the industrial backbone but whose capacity to expand non-RMG exports remains largely untapped.

The Daily Star

14 OCT 2025

SMEs are the economic engine, accounting for 90 percent of industrial units and contributing about 45 percent of manufacturing value added. Promising non-RMG sectors such as leather goods, light engineering, processed foods, and pharmaceuticals are driven by SMEs. Yet export diversification has remained stagnant: the share of non-RMG products in total exports has barely shifted from 16.6 percent in FY 2016-17 to around 15.9 percent in FY 2024-25. This is not due to a lack of entrepreneurial spirit, but a systemic failure to address core constraints.

The long-standing issue of access to finance often dominates policy discussions. The SME sector still faces a funding deficit estimated in billions of dollars. While essential, loans alone are not enough. Export competitiveness, especially in the post-LDC era, requires more than capital. It depends on innovation, quality, and productivity -- all outcomes of capacity development. SMEs face a serious skills gap and limited investment in research and development, which hinders their ability to meet international compliance, quality, and design standards, particularly in markets like the EU. Many lack basic technological literacy and market insight, preventing them from evolving from low-cost subcontractors into high-value global suppliers.

Institutional support has also been inadequate. Government policies, financial incentives, and bureaucratic processes have long favoured the RMG sector, depriving emerging industries of the tailored assistance they need.

While numerous state-led initiatives exist, they often fail to deliver real impact. Lending institutions frequently

hinders their ability to meet international compliance, quality, and design standards, particularly in markets like the EU. Many lack basic technological literacy and market insight, preventing them from evolving from low-cost subcontractors into high-value global suppliers.

Institutional support has also been inadequate. Government policies, financial incentives, and bureaucratic processes have long favoured the RMG sector, depriving emerging industries of the tailored assistance they need.

While numerous state-led initiatives exist, they often fail to deliver real impact. Lending institutions frequently act as mere money dispensers, focusing on quick loan recovery rather than genuine development partnerships. This leads to stringent collateral requirements and short repayment windows that do not align with the time required to establish new export markets or build complex supply chains.

To navigate LDC graduation and achieve genuine diversification, Bangladesh must make a decisive policy shift by prioritising skills over subsidies and transforming its financial institutions into true capacity builders.

First, the government should implement mandatory, subsidised upskilling and reskilling programmes focused on specific export demands -- advanced product design for leather, rigorous food safety and quality assurance for agro-processing, and high-end technical skills for light engineering. Investing in human capital is the fastest way to foster innovation and productivity, enabling SMEs to create distinctive, value-added products that can command premium prices in global markets.

Second, the financial sector should adopt a Development-Focused Credit model. Loan approvals for export-oriented SMEs should be linked to participation in a Capacity Enhancement Programme facilitated by the lending institution. Bank officers themselves need training in development banking, allowing them to assess credit based on business potential rather than fixed collateral. This approach should be supported by new central bank guidelines that permit longer-tenure financing and align loan recovery with realistic market-building cycles for diversified exports.

Finally, the government must cut bureaucratic red tape through full formalisation and invest in infrastructure such as accredited domestic testing laboratories to ensure compliance. By investing in its people and shifting from an RMG-centric to a skill and innovation-focused mindset, Bangladesh can unlock the full export potential of its SMEs and secure a more diverse, resilient, and sustainable economic future.

The writer is coordinator of Ella Alliance and founder of Ella Pad

The Financial Express

14 OCT 2025

US Tariffs & Reshaping Global Supply Chain

Chinese, Indian firms eye BD to invest in RMG sector

Exporters divided over potential impact on local industry

MONIRA MUNNI

A growing wave of Chinese and Indian companies is eyeing Bangladesh's textile and garment sector as an emerging alternative for relocation, driven by steep US tariffs and rising production costs.

Industry insiders say global buyers, particularly from the United States, have been scouting for new sourcing hubs for years due to the US–China trade war.

The latest tariff hikes have only accelerated that shift, with Bangladesh appearing increasingly on investors' radar.

While many local exporters see this as a chance to benefit from Chinese expertise and technology, others worry that foreign players could intensify competition in areas where Bangladesh already leads.

Yet, with global trade dynamics changing fast, the country's long-standing hesitation toward foreign investment in its garment sector may now be harder to sustain.

Data show that China's share in the US apparel market was 37.7 per cent in 2013, which dropped to 18 per cent by July 2025.

In contrast, Vietnam became the top garment exporter to the US, holding over 20 per cent of the market in July 2025 – up from 10 per cent in 2013.

Bangladesh's share has also grown steadily, reaching 10.11 per cent in July 2025, compared to 6.0 per cent in 2013, according to available data.

Speaking to The Financial Express, Inamul Haq Khan, senior vice president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said: "We have information that many Chinese companies are coming here with their expertise to manufacture garments."

He added that a large Indian company has also enquired about available factory space, as it plans to produce its orders in Bangladesh and ship them to the US to avoid high duties.

When contacted, Fazlul Hoque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said Chinese firms have been trying to relocate for some time due to high costs, but the new US tariff structure has accelerated the move.

"Many are exploring opportunities here," he said, adding that the number could rise further in the coming days.

However, Mr Hoque noted that Chinese investment in the garment sector could have both positive and negative consequences.

He explained that Chinese involvement in the production of basic items might increase internal competition, as China possesses

greater expertise and higher productivity than local firms.

"At the same time, opening the sector to foreign investment could help attract large-scale projects in backward linkage industries and man-made fibre (MMF)-based garments," he added. Several industry insiders also stressed the need for both local and foreign investment in high value-added products and MMF-based apparel manufacturing to tap into the growing global demand for such items.

Hasnat Md Abu Obida, director of the Leathergoods and Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB), said sourcing and development houses from China are shifting operations to other destinations, including Bangladesh, to avoid the impact of escalating US tariffs and related uncertainty.

"US buyers are looking for low-cost production hubs as costs in China have already risen, and will continue to do so due to the higher tariffs," he said, explaining that Chinese traders are shifting operations in a dispersed manner.

Bangladesh should aim to attract the full supply chain relocating from China, including investments in backward-linkage industries, said Mr Obida, who is also managing director of Maf Shoes Ltd. According to him, Chinese investment in Bangladesh is largely driven by their own interests rather than any formal invitation from the host country.

Industry insiders believe Bangladesh has significant potential to boost exports to the US and expand its market share while attracting foreign investment, especially from China, if it can address local challenges. The main challenges are: ease of doing business, long lead times, availability of affordable land, investment in backward integration, and supportive fiscal measures like tax holidays.

According to the Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA), some 11 Chinese companies signed agreements to invest more than US$380 million in garments and related industries in the fiscal year 2022-23. The number rose to 15 in FY 2023-24, and 22 in FY 2024-25.

In the first quarter of FY 2025-26 alone, eight more Chinese firms signed investment agreements, BEPZA data show.

Officials said these investments include both joint ventures with other countries and projects solely financed by Chinese companies, covering a range of sectors beyond garments.

munni_fe@yahoo.com